বাইবেলের বিশ্বাসযোগ্যতা

আদিপুস্তক ৫ অধ্যায় ১-৫পদ

আদিপুস্তক ৫ অধ্যায়ে আমরা বাইবেলে উল্লিখিত প্রথম বংশাবলিকে দেখতে পাই। অনেকে বাইবেল পাঠ শুরু করে, কিন্তু ৫ অধ্যায়ের এই বংশ-বিবরণের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বাইবেল পড়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। কারণ, এই বংশ-বিবরণের প্রয়োজন, গুরুত্ব এবং যৌক্তিকতা তারা উপলব্ধি করতে পারে না। ঈশ্বরের বাক্য বাইবেল আমাদের জীবনস্বরূপ, বাইবেলে উল্লিখিত ঈশ্বর মুখনির্গত প্রতিটি বাক্যের দ্বারা আমরা বেঁচে থাকি (মথি ৪.৪)। তাই, আমাদের প্রয়োজন নেই, এমন বিষয়ের উপস্থিতি বাইবেলে কখনও আশা করা যায় না। আমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধ তা বা বাইবেলের সত্য উপলব্ধিতে আমাদের আধ্যাত্মিক ব্যর্থতাই বাইবেলের অনেক অংশকে অপ্রয়োজনীয় বলে চিন্তা করায়। বাইবেল হল মানুষের পরিত্রাণার্থে ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও তার বাস্তব রূপদানের পুঁথি;তাই, বাইবেলকে মানুষের পরিত্রাণের ইতিহাস বলা হয়। তাই, বাইবেলের পাতায় পাতায় আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসা ও অনুগ্রহ প্রকাশিত। এই সত্য উপলব্ধি করতে আমাদের প্রয়োজন বাইবেলকে ঈশ্বরের বাক্য হিসাবে স্বীকার করে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে ধ্যান ও অধ্যয়নের দ্বারা এর নিগূঢ়তত্ত্বসমূহ আবিষ্কার করা।

৫ অধ্যায়ের শুরু এমন কথা দিয়ে, "আদমের বংশাবলি-পত্র এই।" কেবল আর একটি জায়গায়, নতুন নিয়মের শুরুতে (মথি ১.১) আমরা একই প্রকার কথা দেখতে পাই, "যীশু খ্রীস্টের বংশাবলি-পত্র এই।" এর থেকে আমরা পৃথিবীর ইতিহাসে আদমের বাস্তব উপস্থিতিকে স্বীকার করতে বাধ্য হই। অনেকে আদমকে কাল্পনিক চরিত্র বা শিক্ষাদানের মডেল বলে ব্যাখ্যা করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, এমন ব্যাখ্যা বা চিন্তাধারার পিছনে বাইবেল সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ জ্ঞানই দায়ী। কারণ, কেবল আদিপুস্তক আদমের কথা বলে না। ১ম বংশাবলি পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ও আদমকে ঐতিহাসিক চরিত্র হিসাবে স্বীকার করে। লূকের সুসমাচারে যীশুর যে বংশাবলিকে উল্লেখ করা হয়েছে (লূক ৩.২৩-৩৮), তাও এমন কথা বলে শেষ হয়েছে, " . . . ইনি শেথের পুত্র, ইনি আদমের পুত্র, ইনি ঈশ্বরের পুত্র।" এর দ্বারা স্বীকার করা হয়েছে যে, আদম ঐ সকল ঐতিহাসিক চরিত্রদের একজন, এবং আদম অন্যদের মত প্রাকৃতিক নিয়মে জন্মগ্রহণ করেনি, কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্যের দ্বারা এসেছে। যীশুও বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্বন্ধে ফরীশীদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে (মথি ১৯.৪-৬;মার্ক ১০.৬-৮) আদিপুস্তকে উল্লিখিত আদম ও হবার বাস্তব উপস্থিতিকে স্বীকার করেছেন (আদি ১.২৭; ২.২৪)। পৌলও আদম ও হবাকে ঐতিহাসিক চরিত্র হিসাবে বারংবার স্বীকার করেছেন (১ তীম ২.১৩, ১৪;১ম করি ১৫.২১-২২;৪৫-৪৭;রোমীয় ৫.১২-২১)। ১ম করিন্থিয় ১৫ অধ্যায়ে পৌল দুইজন ব্যক্তির মধ্যে তুলনা করেছেন-- একজনের দ্বারা পৃথিবীতে মৃত্যু এসেছে; অন্য জনের দ্বারা পুনরুত্থান এসেছে। ২২ পদে আদমকে প্রথম মানুষ এবং যীশু খ্রীস্টকে দ্বিতীয় মানুষ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এখন আদম ও পৌলকে পাশাপাশি রেখে উভয়ের মধ্যে তুলনা করা হয়েছে। এখন পৌলের শিক্ষায় যীশু অবশ্যই ঐতিহাসিক চরিত্র; অতএব আদমও ঐতিহাসিক চরিত্র। বিপরীতভাবে, যদি আদম কাল্পনিক বা প্রতীকী চরিত্র হয়; তাহলে যীশুও কাল্পনিক বা প্রতীকী চরিত্রে রূপান্তরিত হন। রোমীয় ৫ অধ্যায়ে পৌল, আদমের দ্বারা যে মন্দ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তার সঙ্গে খ্রীষ্টের দ্বারা যে আশীর্বাদ আমরা পেয়েছি, তার তুলনা করেছেন। এখন আদমের ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করলে, ১৯ পদের ব্যাখ্যা সঙ্কটপূর্ণ হয়ে ওঠে, "যেমন সেই এক মনুষ্যের অনাজ্ঞাবহতা দ্বারা অনেককে পাপী বলিয়া ধরা হইল; তেমনি সেই আর এক ব্যক্তির আজ্ঞাবহতা দ্বারা অনেককে ধার্মিক বলিয়া ধরা হইবে।" পরিষ্কারভাবে আদম ও খ্রীস্টকে তুলনা করা হয়েছে। কিন্তু আদমের ঐতিহাসিক সত্যতাকে অস্বীকার করলে আমাদের পরিত্রাণও কাল্পনিক ব্যক্তির কার্যের ফলে রূপান্তরিত হয়। তাই, বাইবেল

অনুগ্রহ বার্তা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

পরিষ্কারভাবে আদমের ঐতিহাসিক সত্যতা স্বীকার করে।

আদি ৫.১-২ পদে, ঈশ্বর কর্তৃক আদম ও হবার সৃষ্টিকে পুনরায় বর্ণনা করা হয়েছে। ২ পদের শেষাংশে এমন কথা বলা হয়েছে, "সেই সৃষ্টিদিনে ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করে আদম, এই নাম দিলেন।" ২ অধ্যায়ে আমরা আদমকে বিভিন্ন পশু ও পাখীদের নাম রাখতে দেখেছি (আদি ২.১৯-২০), যে কাজ করার জন্য সেই সমস্ত পশু ও পাখীদের সম্বন্ধে আদমের যথেষ্ট জ্ঞান থাকার প্রয়োজন ছিল। একইভাবে, ঈশ্বরসৃষ্ট প্রথম নর ও নারীকে স্বয়ং ঈশ্বর 'আদম' অর্থাৎ 'মানুষ' নাম দিয়েছিলেন; তাই এর দ্বারা আমরা উপলব্ধি করি যে, কেবল ঈশ্বরই পারেন মানুষকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে। মানুষ নিজের সম্বন্ধে যা জানে, ঈশ্বর তার সম্বন্ধে অনেক বেশি জানেন।

৩ পদে বলা হয়েছে, "***পরে আদম ১৩০ বৎসর বয়সে নিজের সাদৃশ্যে ও প্রতিমূর্তিতে পুত্রে জন্ম দিয়ে, তার নাম শেথ রাখল।***" অর্থাৎ শেথ ছিল আদমের অবিকল *duplicate*। কেবল শেথ নয় আদমের বংশধর হিসাবে জন্মগ্রহণকারী প্রতিটি মানুষ আদমের সাদৃশ্যে ও প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট হয়েছে। ১ পদের শেষাংশে বলা হয়েছে ঈশ্বর আদম নিজের সাদৃশ্যে সৃষ্টি করেছিলেন। এখন, ৫ অধ্যায়ে আদমের যে বংশাবলি উপস্থাপিত করা হয়েছে, তা মানুষের পাপে পতনের (৩ অধ্যায়) পরবর্তী ঘটনা। কিন্তু পাপে পতনের পরবর্তী বর্ণনা হওয়া সত্তেও মানুষকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে। পাপে পতনের ফলস্বরূপ, যদি মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে থাকত, তাহলে এখানে ঈশ্বরের সাদৃশ্যে মানুষের সৃষ্টি হবার কথা বলার কোন প্রয়োজন ছিল না। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, পাপে পতনের ফলস্বরূপ, মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি যদিও দূষিত বা কলুষিত হয়েছে; সেই প্রতিমূর্তি কখনও সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়নি। আবার ৩ পদে যে বিষয়টি আমাদের চোখে পড়ে, তা হল আদমের পুত্র, 'শেথ' ঈশ্বরের সাদৃশ্যে বা প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট হয়নি। কিন্তু 'শেথ' আদমের প্রতিমূর্তিতে বা সাদৃশ্যে সৃষ্ট হয়েছিল। কিন্তু পাপে পতনের পরেও যেহেতু আদম ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির বাহক ছিল; শেথও ছিল ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির বাহক। কিন্তু পাপে পতনের ফলস্বরূপ যেহেতু আদমের প্রকৃতি দূষিত বা কলুষিত হয়েছিল, সেইহেতু শেথ আদমের সেই দূষিত ও কলুষিত প্রকৃতি নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। কেবল শেথ নয়, এই পৃথিবীতে যত মানুষ আমরা জন্মগ্রহণ করেছি, সবাই সেই দূষিত বা কলুষিত ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি। যীশু খ্রীস্টে বিশ্বাসের দ্বারা যে প্রতিমূর্তির নবীকরণ প্রয়োজন।

৪, ৫ পদে এই পৃথিবীর মাটিতে আদমের দীর্ঘকাল (৯৩০ বৎসর) বেঁচে থাকার কথা এবং অনেক পুত্র ও কন্যাকে জন্ম দেবার কথা বলা হয়েছে। আদমের বংশাবলি ও তারপর এই অংশ পাঠ করার পর আমাদের মনে সাধারণত দুটি প্রশ্ন জেগে থাকে। (১) তা'হলে পৃথিবীর বয়স কত? এবং (২) মানুষ কী করে এত বৎসর বেঁচে ছিল? প্রথম প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে, প্রথমেই আমাদের আর্চবিশপ উশারের ভুল চিন্তাকে ত্যাগ করতে হবে। আমরা ১৭শ শতাব্দীতে এই বাইবেল বিশারদকে পেয়েছি, যিনি বাইবেলের কোন একটি *KJV* সংস্করণে দাবী করেছেন যে পৃথিবী ৪০০৪ খ্রীস্টপূর্বাব্দে সৃষ্ট হয়েছিল। এই দাবীর পিছনে যুক্তি হিসাবে তিনি আদমের বংশাবলি ও যীশুর বংশাবলিকে পাশাপাশি রেখে, দুটি বংশাবলিতে উল্লিখিত ব্যক্তিদের বয়স গণনা করে এই তারিখে উপনীত হবার কথা বলেছেন। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বাইবেলে উল্লিখিত বংশাবলি সময় গণনার জন্য দেওয়া হয়নি। কেবল তাই নয়, বাইবেলে উল্লিখিত বংশাবলিগুলি সাম্প্রতিক বিজ্ঞানসম্মত দৃঢ় বংশাবলি নয়। বাইবেলের বংশাবলিতে কিছু কিছু বিশেষ ব্যক্তিত্বকে উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র। আবার অনেকক্ষেত্রে, আক্ষরিক অর্থে এই বংশাবলিকে ব্যাখ্যা করা যায় না। যেমন, নতুন নিয়মের বিভিন্ন স্থানে যীশুকে দাউদ-সন্তান বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে, দাউদ ও যীশুর মধ্যে কয়েক হাজার বৎসরের ব্যবধান বর্তমান। তাই, আদম ও অব্রাহামের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধানকে আমরা বাস্তবে এই বংশাবলিতে উল্লিখিত সময় অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ সময় হিসাবে চিন্তা করতে পারি।

এ কথা সত্য যে জলপ্লাবনের পূর্বে মানুষরা দীর্ঘকাল

পৃথিবীতে বেঁচে থাকত। বেশিরভাগ মানুষই গড়ে ৯০০ বৎসর বেঁচেছিল। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, জলপ্লাবনের পূর্বে পৃথিবীর পরিস্থিতি আজকের পৃথিবীর থেকে অনেক আলাদা ছিল। কিন্তু জলপ্লাবনের দ্বারা এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে ঈশ্বর পৃথিবীতে মানুষদের বেঁচে থাকার নির্দিষ্ট কাল ঠিক করে দেন –***"পৃথিবীতে মানুষদের সময়সীমা ১২০ বৎসর হবে"*** (আদি ৬.৩)।

আজকের পাঠ থেকে আমরা বাইবেলের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং মানুষের প্রতি ঈশ্বরের ধারাবহিক ভালোবাসা ও অনুগ্রহের বিষয়ে দেখলাম। বাইবেল আর পাঁচটা মানুষের লেখা পুস্তকের মত নয়। যদিও অনেক বৎসর আগে বাইবেল লেখা হয়েছে, তথাপি বাইবেলে উল্লিখিত প্রতিটি ঘটনা ও তার ব্যাখ্যা সত্য। আমাদের অজ্ঞানতা ও অবিশ্বাসের দ্বারা যখন আমরা বাইবেল ব্যাখ্যা করতে যাই, আমরা ব্যর্থ হই(১ করি ১.২০-২৫), আর ভাবি "বাইবেল আর পাঁচটা পৌরাণিক কাহিনীর মত একটা বই মাত্র।" না, বাইবেল মানুষের সৃষ্টি নয়। স্বয়ং ঈশ্বর তাঁর আত্মার অনুপ্রেরণায় তাঁর মনোনীত ব্যক্তিদের দ্বারা বাইবেল লিপিবদ্ধ করেছেন। তাই, বাইবেলের প্রতিটি কথা স্বয়ং ঈশ্বরের কথা। আবার ঈশ্বর যেহেতু মিথ্যা কথা বলতে পারেন না (তীত ১.২), সেইহেতু বাইবেলের প্রতিটি কথা সত্য। সমস্যা বাইবেলে নয়; সমস্যা আমাদের বাইবেল উপলব্ধিতে এবং তার ব্যাখ্যাতে রয়েছে। তাই, আমরা যখন বাইবেল পড়ি, আমাদের উচিত তার প্রতিটি কথা যে ঈশ্বরের কথা ও সত্য, তা বিশ্বাস করে পাঠ করা। তাহলে প্রভু তাঁর আত্মা দ্বারা আমাদের সেই বাক্যের সত্যতা এবং আমাদের জীবনে তার বাস্তবতা প্রদর্শন করবেন। তাই, যতবার আমরা বিশ্বস্তভাবে বাইবেল পড়ব, ততবারই তা আমাদের কাছে নতুন নতুন আশীর্বাদ নিয়ে আসবে।

ঈশ্বর মানুষকে ভালোবেসে কেবল তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করেননি, পাপে পতনের পরেও তিনি তাঁর সেই প্রতিমূর্তিকে সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত করেননি। এই সত্য মানুষের প্রতি আমাদের ব্যবহারকে সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত করেছে। কারণ, এর ফলস্বরূপ আমরা প্রতিটি মানুষকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির বাহক হিসাবে দেখতে বাধ্য। সে ঈশ্বরে বিশ্বাস না করলেও, সে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির বাহক। যদিও তা দূষিত ও কলুষিত প্রতিমূর্তি। তথাপি সে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির বাহক হওয়ায় তার প্রতি আমরা ইচ্ছেমত ব্যবহার করতে পারি না। তাই, যাকোব আমাদের সতর্ক করে বলেছেন, ***"জিহ্বার দ্বারাই আমরা প্রভু পিতার ধন্যবাদ করি, আবার উহার দ্বারাই ঈশ্বরের সাদৃশ্যে জাত মানুষদের শাপ দিই। একই মুখ থেকে ধন্যবাদ ও শাপ বের হয়। হে আমার ভ্রাতৃগণ, এ সকল এমন হওয়া অনুচিত"*** (যাকোব ৩.৯-১০)। অপরের প্রতি আমাদের ব্যবহার ঈশ্বরের প্রতি তথা ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি আমাদের বিশ্বাসের পরিচয় দিক। ঈশ্বর আমাদের তাঁর বাক্যের প্রতি আরও বিশ্বাস দিন, যেন আমরা তা আরও বেশি পাঠ করি, ধ্যান করি, শুনি, মুখস্ত করি ও পালন করি। কারণ তিনি আজকের দিনে বাইবেলের বাক্যের দ্বারাই আমাদের সঙ্গে কথা বলে থাকেন।